

# ତୃତୀୟ

ଝି-ପୁସ୍ତିକା

୨୦୨୦

ଅଧ୍ୟାପନା

ପ୍ରଫେସର ଡିଏ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ଶିକ୍ଷା ଅବସର

ଅଧ୍ୟାପକ ଗାଁନ



# তুলী

ট্ৰে-পুস্তিকা  
অক্টোবৰ ২০২০

## সম্পাদনা

প্ৰজেনজিৎ মুখোপাধ্যায়  
শিখা অৱকাৰ  
সুকল্যাণ গাঠন

## সহযোগিতায়

সুদীপ মণ্ডল, শঙ্কৰ কাশ্যপ, শ্ৰেয়া ৰায়, জয়স্মিষ্ঠা ৰায়  
অপূৰ্ব ঘোষ, মৌমিষ্ঠা ঘোষ, শুভ্ৰকুমাৰ কুণ্ডু ও কৌশিক দে

## বৰ্ণসংস্থাপন ও অলংকৰণ

সুকল্যাণ গাঠন

## প্ৰচ্ছদচিত্ৰ

প্ৰাৰম্ভ: সুকল্যাণ গাঠন; পৰিঅমাপ্তি: শ্ৰেয়া ৰায়



# তুর্গীর কথা

॥ ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই, ভাবী বনস্পতি ॥

'তুর্গীর' অর্থাৎ তির রাখার আধার। এই বৈদ্যুতিন পুস্তিকার দু'মলাচের ড্রেসরে রয়েছে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রেম, প্রেরণা, চেতনা বিষয়ক এক ডজনেরও বেশি মনন-স্বাদ লেখালেখি। সুচিন্তিত আর ধারালো। এদের একেকটি যদি একেকটি তির হয়, তাহলে তাদের আধার হিসাবে পুস্তিকাটি তুর্গীর। তুর্গীর-এর তিরগুলি আক্রমণ বা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত নয়; বরং স্নেহগুলি উদার, মুক্তচিন্তার দ্রোতক। আমাদের বিশ্বাস যে তির-এ বিদ্ব হলে সংকীর্ণ জরাজীর্ণ ভেদবুদ্ধি। প্রস্ফুটিত হবে উদার সংস্কার-মুক্ত মন ও চিন্তন শক্তি। তির স্বাদের মোট পনেরোটি নিবন্ধ নিয়ে এই পুস্তিকা সংকলিত হয়েছে। আছে অঞ্চলকথা, আছে আন্তর্জাতিকতা; বিজ্ঞাপন থেকে বুক রিভিউ, নারী থেকে তিরস্তর লিঙ্গ-যৌনতা - বাদ পড়ে নি অরণালেখ্যও। জোর দেওয়া হয়েছে শুদ্ধ বানানবিধি মেনে চলার ওপর। তা সত্ত্বেও যদি পুস্তিকাটির নির্মাণে কোথাও কোনও প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তাহলে তার দায় কেবলই সম্পাদকদ্বয়ের।

অবশেষে আবারও বলি, এই অস্থির, বিক্ষুব্ধ সময়ে তুর্গীর চায় মুক্তভাবনাকে উষ্ণে দিতে। গঠনমূলক সমালোচনা থাকে সম্পূর্ণতা এনে দিতে পারে। পাঠককুলের কাছে তুর্গীর সমাদৃত হলে আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা অর্থক হবে।

১৯ অক্টোবর, ২০২০

ধন্যবাদান্তে  
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়  
শিপ্রা সরকার  
সুকল্যাণ গাঠন



# সূচীপত্র

ইতিহাস বনাম মিত্র  
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়  
একটি প্রেমের 'গল্প' ৪

অঞ্চল কথা  
সুতপা সেনগুপ্ত  
কলকাতা: নগর জঞ্জের গোড়ার কথা ৬

মোহন হালদার  
মালদা ব্যতিক্রমী? ঔপনিবেশিক আমলে ম্যালেরিয়া-মহামারীর  
করাল গ্রাস মালদায় নাকি কম ছিল! ৮

সংস্কৃতি  
জয়স্মিতা রায়  
'এই ফুটে ওঠা বিশ্বাসে, ফিরে আসে বারবার' ১০

তুষার দাস  
উনিশ শতকের মদিয়ার পালচৌধুরী জমিদার পরিবার ও বাংলার  
সঙ্গীতচর্চায় 'রান্নাঘাট ঘরানা': কিছু কথা ১২

শুভঙ্কর কুণ্ডু  
দেশবন্ধুর ধর্মভাবনা ১৪

লড়াই অন্তহীন  
অপূর্ব ঘোষ  
'প্লাস কলকাতা' ও অগ্নিভ লাহিড়ী : এক লড়াইয়ের গল্প ১৬

শ্রেয়া রায়  
'রাঁধুনি মেয়েকেও রাঁধি চালানো শিখতে হবে' বনাম 'নিজের বৌকে মারতে পারব না?' ১৮

শরৎ কাসার  
লকডাউনের রোজনারমচা: প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর চটকলের শ্রমজীবন ২০

## অজ্ঞানে বিজ্ঞান

বিনু সরকার  
প্রাণীবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চায় সৌর্য আমল: প্রসঙ্গ 'অর্থশাস্ত্র', ২২

সুকল্যাণ গাইন  
এক মাস্টারের গল্প ২৪

শুভেন্দু বিশ্বাস  
মুর্শিদাবাদ জেলার বিজ্ঞান আলোচনা: সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ২৬

স্মরণালেক্য  
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়  
শতবর্ষের আলোকে 'এ কালের গার্গী' ২৮

সুদীপ মণ্ডল  
গাঙ্গীজীর ইংরেজ কন্যা ৩০

বে টে টে টে  
শিপ্রা সরকার  
রেলগাড়ি ঝামাঝাম: এক অন্তর্হীন পথ চলার গল্প ৩২

লেখক পরিচিতি ৩৪



# লকডাউনের রোজনারমাচা:

## প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর চটকলের শ্রমজীবন

### শ্রদ্ধা কাহার

২২ শে মার্চ, ২০২০ তারিখটা চনা চেনা লাগছে? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একদিনের ‘জনতা কার্ফু’ ঘোষণার দিন। কিন্তু তখন কেউ ভাবতে পারেনি এই জনতা কার্ফু অদূর ভবিষ্যতে এক দীর্ঘ লকডাউনের রূপ নিতে চলেছে। ২৩ শে মার্চ জনতা কার্ফুর পর পরই ২৪ শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন দেশ জুড়ে ২১ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন যা পরবর্তীকালে যথাক্রমে ১৯, ১৪, ১৪ দিনের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। টানা দুমাস সম্পূর্ণ লকডাউন পর্বে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে পরে। এরপর আনলক পর্ব শুরু হয় জুন মাস থেকে। এই আনলক পর্বে আংশিক চটকল গুলি খুললেও সকলের কাজের ব্যবস্থা হয়ে ওঠে নি। এই অবস্থা চলতে থাকে পরবর্তী মাস দুয়েক। কেমন ছিল সে ছবি?

চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে অনিশ্চয়তা নতুন কোনও বিষয় নয়। লক আউট, ছাটাই, ধর্মঘট, কর্মবিরতি ইত্যাদি তাদের এই অনিশ্চিত জীবনের চেনা শব্দ। এইরকম পরিস্থিতিতে তবুও তারা বিকল্প কাজে যোগ দিয়ে বা গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু দেশ জুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউন তাদের জীবনে এই বিকল্প পথও বন্ধ করে দেয়। সম্পূর্ণরূপে তারা আবদ্ধ হয়ে পরে বস্তি অঞ্চলে। শারীরিক দূরত্বের নূন্যতম বিধি এই বস্তি অঞ্চলে মেনে চলা সম্ভব ছিল না। ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের এক একটি কুঠি রবি বস্তির ঘরগুলিতে সপরিবারে ৫ থেকে ৬ জনের বসবাস, সেই ঘরেই মহিলাদের স্নান, রান্নাবান্না যাবতীয় কাজ, সর্বসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট, পাড়ার টাইমকলে জামাকাপড় কাচা ও পুরুষদের স্নান প্রভৃতি এই অতিমারির স্বাস্থ্যবিধির সাথে বড়ই বেমানান ছিল। যদিও সরকারের লকডাউন ঘোষণার পর পরই এই সমস্ত বস্তি জুড়ে পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি পায়। বস্তি অঞ্চল থেকে এক পা বেরোলেই খেতে হয় পুলিশের লাঠি।

পূর্বেই বলেছি লকডাউন এত দীর্ঘ হবে সেটা সাধারণের জানা ছিল না। চটকল শ্রমিকরা তাদের যৎসামান্য আয়ের সমস্তটাই খরচ করে নিজস্ব ভরণপোষণে। তাদের হাতে যা সঞ্চিৎ টাকা ছিল তাতে মেরেকেটে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করা সম্ভব ছিল। তারপর বস্তি জুড়ে দেখা যায় এক হাহাকার। শুরু হয় আধ পেটা খেয়ে, কখনও কখনও না খেয়ে দিন কাটানো। এই সময় কিছু স্বেচ্ছাসেবী রদল এগিয়ে আসে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য। চটকলের এই খেটে খাওয়া মানুষ কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি পেটের দায়ে তাদের হাত পাততে হবে, ভিক্ষে করতে হবে। লকডাউনের মাসখানেক পর সরকারের রেশনিং ব্যবস্থা ঘোষণা তাদের জীবনে খানিকটা স্বস্তি নিয়ে আসে। এই সময়পর্বেই মিল মালিকেরা দু থেকে চার হাজার টাকা স্থায়ী শ্রমিকদের অগ্রিম দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। যদিও মিলের শ্রমিকদের এক বৃহৎ অংশ অস্থায়ী, বদলি কর্মী, তারা কিন্তু বঞ্চিতই থেকে যায়।



চটকল শ্রমিকদের মধ্যে নেশার প্রচলন কারোর অজানা নেই। লকডাউন পর্বে টানা দুমাস দেশ জুড়ে মদের দোকান বন্ধ ছিল। এই সময় পর্বে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লক্ষ করা যায় শিল্পাঞ্চল জুড়ে। মদের পরিবর্তে ঘরোয়া নেশা ব্যবহারের ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। দেশীয় হুঁকো, তাম্বাকু, তাড়ি, ভাং-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ঘরোয়া উপায়ে মদ তৈরির প্রচেষ্টার কথাও শোনা যায় এই সময়পর্বে। অবশেষে সরকার মদের





দোকান খোলার কথা ঘোষণা করলে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তবে সমস্যা হল বাড়িতে খাবার খাওয়ার জন্য টাকা নেই মদ কিনবে কি করে? উপায়ও বেড়িয়ে এল, রেশন থেকে ফ্রিতে পাওয়া চাল গমের কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী কোন দোকানে বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে শুরু হল মদের দোকানের লম্বা লাইনে অপেক্ষা। সহজাত চাহিদা (খিদে) ও অভ্যাসের মাঝে এক অদ্ভুত টানাপোড়নে লক্ষ করা যায় সমগ্র লকডাউন পর্ব জুড়ে।

আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যাও নজরে পরে এই লকডাউন পর্বে। বাড়ির পুরুষ সদস্য কাজের সূত্রে বেশিরভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকত, কিন্তু এই লকডাউন তাদেরকে বাড়িতেই থাকতে বাধ্য করে। আর্থিকভাবে সম্পন্ন পরিবার হলে হয়তো বাড়ির কর্তাকে পাশে পেয়ে সময়টা মধুরই হত, কিন্তু এক্ষেত্রে চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। বাড়ির কর্তারা কাজ হারিয়ে নিঃস্ব, অন্যদিকে বাড়ির মহিলারা কোনও না কোনও কুটির শিল্প বা অন্য কাজের সাথে যুক্ত থাকায় তারাই তাদের যৎসামান্য আয় থেকে ঘরের প্রয়োজন মেটাতে থাকেন। পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কলহ। এই পর্বে এইসব অঞ্চলে নারীদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতি হয়েছিল বাড়িতে থাকা অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের। বাড়ির বাইরে খেলাধুলা ছিল নিষেধ। দিনের ২৪ ঘণ্টা সেই ১০ বাই ১০ ফুটেই ঘরে আবদ্ধ থেকে তাদের জীবন একঘেয়ে

হয়ে পরে। তাদের দৈনন্দিনে চাহিদা মেটানো মা বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোনও প্রিয় জিনিসের জন্য এই শিশুরা কান্নাকাটি করলেই তাদের কপালে জুটত বেধড়ক মার। তার ওপর অনেক সময় পারিবারিক কলহের শিকার হতে হয় বাড়ির এই নাবালক-নাবালিকাদের। এই সময়পর্বে একাধিক দৈনিক পত্রিকায় শিশু নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হতে থাকে।

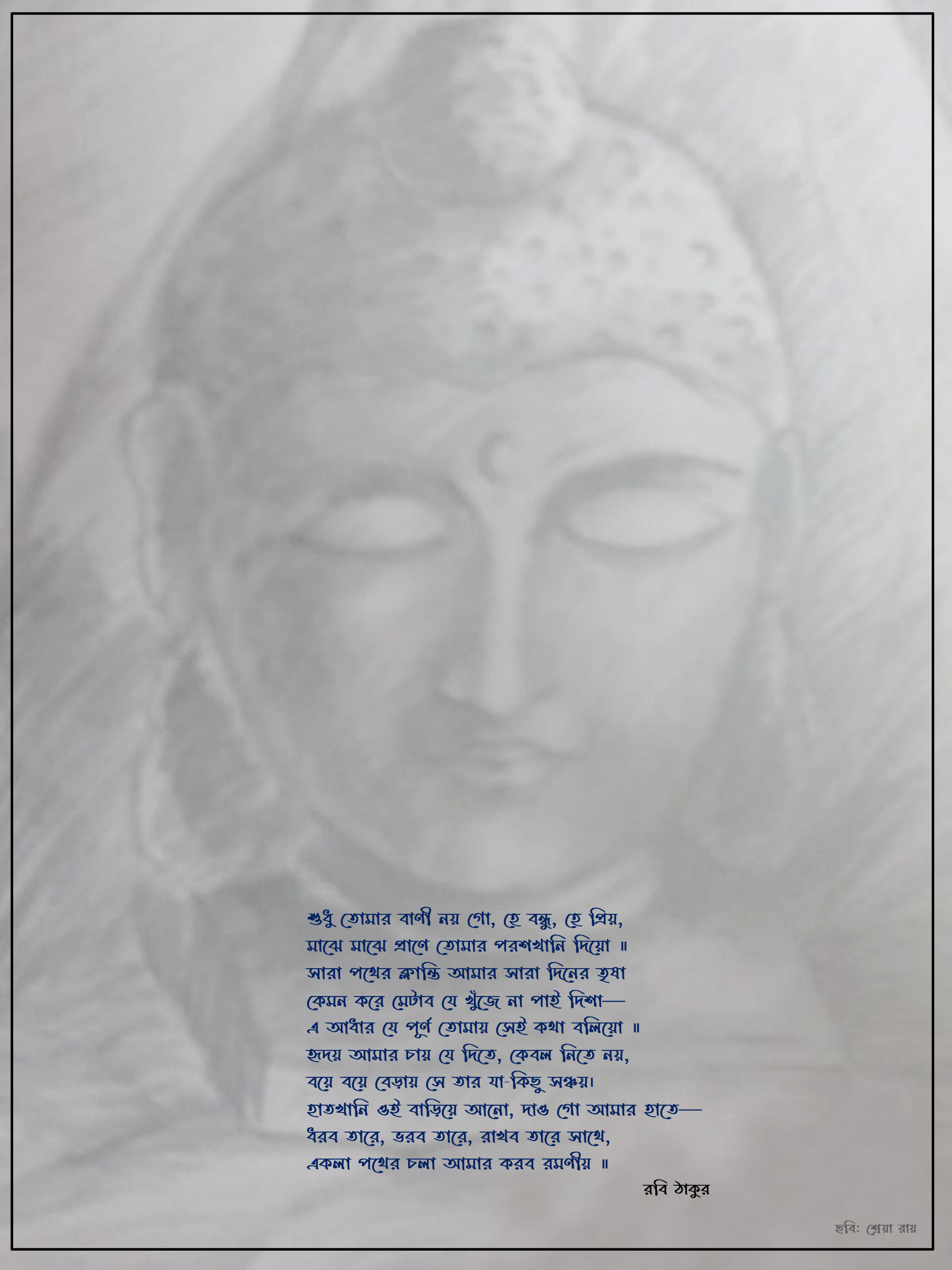
চটকলগুলি খুলতে আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে সকলে কাজ না পেলেও ধীরে ধীরে অনেকেই কাজে যোগ দেন। যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবন চিত্র, তারা আবার ফিরে পান। কিন্তু সত্যিই কি ফিরে পেলেন সব? মানুষের জীবনে দিন আসে দিন যায়, পেছনে কিছু স্মৃতি থেকে যায়। হয়তো তাদের জীবনে স্বাভাবিক ধারা ফিরে এসেছে বা ফিরে আসবে, কিন্তু এই লকডাউনের ভয়াবহ দু'মাস তাদের স্মৃতিতে চিরদিন থেকে যাবে। ক্ষত হয়ে কী? প্রশ্ন সেটাই?

ঘরো কো ভাগ লিয়ে থে সর্জী মজদুর, কারিগর।  
মেশীনে বন্ধ হোলে লগ গই থী শহর কাঁ জারি,  
উর্ছী মে হাথ পাঙ চলতে রহতে থে,  
ওগর্না জিন্দগি হো গাঁও ছি মে বো কে আয়ে থে।  
শুভমজার



# লেখক পরিচিতি

- \* সব্যসার্চী চট্টোপাধ্যায়: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* সুতপা সেনগুপ্ত: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* মোহন হালদার: ইউ আর এম, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* জয়স্মিতা রায়: এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* সুয়ার দাস: শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়।
- \* শুভঙ্কর কুণ্ডু: প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* অপূর্ব ঘোষ: এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* শ্রেয়া রায়: শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ।
- \* ক্ষয়ম্বু কাহার: সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ স্কুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
- \* বিনুকা সরকার: এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* সুকল্যাণ গাইন: পি এইচ.ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* শুভেন্দু বিশ্বাস: শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পলাশী কলেজ।
- \* প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়: সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
- \* সুদীপ মণ্ডল: এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
- \* শিখা সরকার: শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ।



শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,  
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ॥  
জারা পথের লগ্নি আমার জারা দিনের হৃষা  
কেমন করে মোটাব যে খুঁজে না পাই দিশা—  
এ আধার যে পূর্ণ তোমায় জেই কথা বলিয়ো ॥  
হৃদয়ে আমার চায় যে দিছে, কেবল নিতে নয়,  
বয়ে বয়ে বেড়ায় জে তার যা-কিছু জগ্গয়।  
হাতখানি গুই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—  
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে জাথে,  
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয় ॥

রবি ঠাকুর